মানবের মহান কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব

এবং

মানব-জীবনের স্বল্পতা

হজরত খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আঃ) ১৪ই জুলাই তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন ঃ—

আল্লাহ্‌তা'লার কানুনে সর্ব্বত্রই এক জাগ্রত অবস্থা দৃষ্ট হয়, কেবল মানব মধ্যেই শিথিলতা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, উদ্ভিদ ইত্যাদির কাজে এবং এরূপ আরো সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ বস্তুর কাজে কখনো শিথিলতা আসে না। পৃথিবীর জীবনের তুলনায় মানব-জীবন কত তুচ্ছ! অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎসরের তুলনায় মানুষের ষাট সত্তর বৎসরের জীবনের অস্তিত্বই বা কি! আমাদের দেশে তো বরং মানুষের জীবন গড়ে সাতাইশ বৎসর ধরা হয়, কোন কোন দেশে চল্লিশ বৎসর, কোন কোন দেশে বা পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরা হয়। অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎসরের সঙ্গে ষাট সত্তর বৎসরের তো তুলনাই হইতে পারে না। তদুপরি মানব-জীবনের এক চতুর্থাংশ তো বাল্যেই অতিবাহিত হইয়া যায় এবং এক তৃতীয়াংশ নিদ্রায় কাটিয়া যায়; এতদ্ব্যতীত ছয় সাত বৎসর পানাহার ও অন্যান্য শারীরিক জরুরতে চলিয়া যায়। ফলতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়ু-প্রাপ্ত ব্যক্তিও কর্ম্মের জন্য মাত্র ত্রিশ বৎসর সময় পাইয়া থাকেন। বরং প্রকৃত কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট পঞ্চান্ন বৎসর বয়স হইলে পেন্‌সন্ দিয়া দেন। অতএব ইহার পরের জীবন তো ধর্ত্তব্যই নহে—অর্থাৎ আরো পঁচিশ বৎসর বাদ গেল। জীবনের কর্ম্ম-কাল হইতেও নিদ্রার জন্য আরো দশ বৎসর বাদ দিলে প্রকৃত কর্ম্ম-কাল মাত্র পনর বিশ বৎসর থাকে। কিন্তু এই কালেও মানুষ কত ভুল-ভ্রান্তি করিয়া থাকে, কর্ত্তব্যে অবহেলা এবং শৈথিল্য করে। দুই চারি বৎসর গেলেই বলে, "আমি কতকাল যাবৎ কাজ করিয়াছি, এখন আরাম করা আবশ্যক।" কিন্তু যে সকল বস্তু মানুষের সেবায় লাগিয়া আছে, তাহাদের কাজের তুলনায় মানুষের এই কাজ কত নগন্য!

মানুষের কাজকে যদি বড় বলা হইয়া থাকে তবে এই জন্য বলা হইয়াছে যে, মানুষের কাজের সহিত তাহার বুদ্ধি বা বিচার-শক্তির যোগ রহিয়াছে। কিন্তু কতবার মানুষ কর্ত্তব্য কাজে টালবাহানা করে! কখনো-বা সময় মতো কাজে উপস্থিত হয় না, কখনো-বা সেই সময়ে অন্য কাজে লিপ্ত হইয়া যায়। অতএব এইরূপ শৈথিল্যের কাল বাদ দিলে মাত্র পাঁচ, ছয় বৎসর কর্ম্ম-কাল বাহির হয়। কিন্তু যাহা হউক মানুষের কাজের কাল এত অল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে 'আশ্‌রাফুল-মখ্‌লুকাত' বা সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, কিন্তু মানুষ এই মহানুগ্রহের 'কদর' করে না।

আমার মনে হয়, মানুষকে যে এত অল্প আয়ু দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করা হইয়াছে; কেননা এত দীর্ঘকাল মানুষ এই বোঝ বহন করিতে অক্ষম এবং এই বোঝের ভারে তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া যাইবে। অথচ অন্যান্য জন্তুর আয়ু লম্বা। আমেরিকাতে একটি কেচো আছে, উহার আয়ু শত শত বৎসর হইতেও অধিক হইয়াছে এবং এখনো উহা জীবিত আছে। কথিত হয় যে, কোন কোন কেচোর আয়ু সাধারণতঃ হাজার হাজার বৎসর হয়। প্রাণহীন বস্তুর আয়ুর তো কোন সীমা-নির্দ্দেশই নাই।

অতএব মানুষের নিজ কর্ম্ম-জীবনে সর্ব্বদা একথার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আল্লাহতা'লা তাহাকে 'আশরাফুল-মখলুকাত' বা সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং তাহার জিম্মায় গুরু কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। পানাহার ও শয়নে জীবনের বহু অংশ অতিবাহিত হইয়া যায়, বাল্যে এক অংশ ও বার্দ্ধক্যেও এক অংশ চলিয়া যায়। মধ্যভাগে মানুষের জন্য কিছু কাজের কাল থাকে। এই সময়টুকুতেও যদি মানুষ কাজ না করে তবে কত আক্ষেপের বিষয়! কাজের কাল চলিয়া গেলে পরে অনুতাপ ছাড়া আর কি থাকিবে?

পক্ষান্তরে যদি এই সামান্য সময়টুকুও মানুষ কাজ করে তবে অতি মহাকাজ করিতে পারে। আঁ-হজরত (সাঃ) তিষট্টি বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহা কোন দীর্ঘকাল নয়। প্রত্যেক যুগেই শ', দেড়শ বৎসর বয়স্ক শত শত লোক পাওয়া যায়। আহমদীদের মধ্যেও এরূপ দীর্ঘ বয়স-প্রাপ্ত লোক দেখিয়াছি। নবী করীমের (সাঃ) জীবন ইহাদের তুলনায় প্রায় অর্দ্ধেক ছিল। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই তিনি এরূপ মহান কাজ করিয়াছেন যাহার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি এই দিক দিয়া মহান ছিলেন যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার জিম্মায় মহা কাজ সপর্দ্দ করা হইয়াছে। তাঁহাকে আল্লাহ্‌তা'লা আদেশ করিয়াছিলেন—بلغ ما انزل اليك—("তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইল তাহার প্রচার কর")—এবং তিনি কাহারো পরওয়া না করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

দুনিয়াতে কঠোরতম নিপীড়ন ও অত্যাচার যাহা হইতে পারে তাহা তাঁহার উপর এবং তাঁহার সাহাবাগণের (রাঃ) উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঘনিষ্টতম আত্মীয়তা মাতা-পিতার সঙ্গেই হইয়া থাকে। জনৈক সাহাবার (রাঃ) বয়স পনর বৎসর ছিল, তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তিনি ইমান আনিলে পর যখন তাঁহার মাতা তাঁহার ইমান আনার কথা জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার খাওয়ার বাসন পৃথক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তোমার খাওয়া পৃথক হইবে" এবং আরো বলিলেন, "আমি তোমার আকৃতিই দেখিতে পারি না, তুমি আমাদের নাক কাটিয়া দিয়াছ"। ইহাতেও যখন তাঁহার উপর কোন প্রভাব হইল না, তখন মাতা বলিতে লাগিলেন, "তুমি আর ঘরে আসিও না।" তখন সেই সাহাবা (রাঃ)উত্তর করিলেন, "যদিও আপনার প্রতি আমার ভালবাসা আছে, কিন্তু সত্যের মোকাবেলায় ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।" অতঃপর কয়েক বৎসর বাহিরে থাকিয়া পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে মাতা পুনরায় বলিলেন, "আমি তোমাকে তখনই ঘরে আসিতে অনুমতি দিব যখন তুমি ইসলাম ছাড়িয়া দিবে।" অতঃপর তিনি পুনরায় বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন এবং আর মাকে দেখিতে পাইলেন না।

কিন্তু আজকালকার ঘটনা দেখুন, আমদের জমাতে মামুলি কাজকে বড় কাজ এবং মামুলি কষ্টকে বড় কষ্ট মনে করা হয়। একবার কাদিয়ানে একটু ফাসাদ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং আমি অনুসন্ধনার্থ এক বন্ধুকে এ বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে ডাকাইয়া আনি। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমি বুঝি ভীত হইয়া পড়িয়াছি, তাই আমাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, 'ইহা ঘটানাই কি? ইহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় বিপদ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সময় আমাদের উপর পতিত হইয়াছিল। একদা আমরা পুকুর হইতে মাটি উঠাইতেছিলাম, তখন মীরজা নেজামউদ্দীন সাহেব আসিয়া বলিলেন, 'কে আমার অনুমতি ছাড়া মাটি উঠাইতেছে?' তাহাকে দেখিয়া সকলেই পলায়ন করিল, কেবল আমিই একাকী তথায় থাকিয়া গেলাম। তখন আমি দোয়া করিলাম, 'হে আল্লাহ্‌, হীরা পর্ব্বত-গুহায় রসুল করীমের (সাঃ) উপরও এরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল'।

এইরূপে সেই বন্ধু আমাকে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অথচ ইহা তাহার নিজেরই ভীরুতা প্রকাশ করিতেছিল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এই ব্যক্তি কেমন মামুলি ঘটনাকে হীরা পর্ব্বত-গুহার মহা ঘটনার সহিত তুলনা করিলেন!

বর্ত্তমান কালের লোকের তো এই অবস্থা। তাহারা সামান্য সামান্য দায়িত্বের কাজে ভীত হইয়া পড়ে। রেলগাড়ী ইত্যাদির কল্যাণে যে আরাম লাভ হইতেছে তজ্জন্য অধিকতর কৃতজ্ঞ না হইয়া, বরং অধিকতর শিথিল ও অলস হইয়া পড়িতেছে এবং কাজে উন্নতি না করিয়া বরং কাজের পরিমাণ ও standard কমাইয়া ফেলিতেছে। পানাহারের সামগ্রী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শৈথিল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মানুষের অনাহারে থাকিবার অভ্যাস কমিয়া যাইতেছে। তাহাদের জীবন পশুর জীবনের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। পশুর জীবন বরং তদপেক্ষা শ্রেয়। আল্লাহতা'লা বলেন—ان هم الا كالانعام بل هم اضل—(অর্থাৎ তাহাদের জীবন পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট)। মানুষ যদি চুরি করে, কাহারো জিনিষ বিনা অনুমতিতে উঠাইয়া লইয়া যায়, তবে ইহাকে খারাপ মনে করা হয়। কিন্তু একটি কুকুর যদি কাহারো জিনিষ উঠাইয়া লইয়া যায়, তবে তাহা নিন্দনীয় মনে করা হয় না। কারণ মানুষ যে নিয়মের অধীন, কুকুর সেই নিয়মের অধীন নহে। অবশ্য পশুও কোন না কোন নিয়মের অধীন এবং যাহা উহার প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত তাহা পালন করিবার জন্য উহা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়।

এক বুজুর্গ (ঋষি) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি লোকাবাস হইতে দূরে জঙ্গলে বাস করিতেন। তথায়ই তাঁহার জন্য সর্ব্বদা আহার্য্য পৌছিত। একবার আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে কিছু পরীক্ষা করেন এবং তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে কোন আহার্য্য পৌছান হয় নাই। ইহাতে বিচলিত হইয়া তিনি সহরের দিকে রওয়ানা

হইলেন এবং এক বন্ধুর বাড়ীতে পৌছিলেন। সেই বন্ধু তাঁহাকে তিনটি রুটি ও ব্যঞ্জন দিলেন। তাহা লইয়া তিনি পুনরায় জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইলেন, সম্ভবতঃ তিনি রোজাদার ছিলেন এবং এফ্‌তার করার পর খাওয়ার মনস্থ করিয়াছিলেন।

রুটি লইয়া রওয়ানা হইলে রুটি-প্রদানকারীর কুকুরও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হইল। উহাকে দেখিয়া উহারও 'হক' (প্রাপ্য) আছে ভাবিয়া তিনি উহাকে একটি রুটি এবং এক তৃতীয়াংশ ব্যঞ্জন দিয়া দিলেন। তাহা খাইয়া উহা পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তিনি পুনরায় অবশিষ্ট রুটি-ব্যঞ্জনের অর্দ্ধেক উহাকে দিয়া দিলেন। তাহা খাইয়া উহা পুনরায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেমন নির্লজ্জ! তিন রুটীর মধ্যে দুইটি উহাকে দিয়া দিয়াছি, তবু উহা আমার পিছন ছাড়ে না!" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হওয়া মাত্রই তিনি 'কাশ্‌ফ' বা জাগ্রত স্বপ্নের অবস্থায় সেই কুকুরকে দেখিলেন, উহা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "নির্লজ্জ কি আমি, না তুমি? আমি দীর্ঘ-কাল যাবৎ নিজ প্রভুর দ্বারে পড়িয়া আছি এবং কখন কখন সপ্তাহ কালাবধি অনাহারের পর অনাহারে রহিয়াছি, কিন্তু নিজ প্রভুর দ্বার ছাড়িয়া অন্য কাহারো দ্বারে যাইবার ধারণাও আমার আসে নাই। তুমি তো তিন দিন খাইতে না পাইয়াই পলাইয়া সহরের দিকে চলিয়া আসিয়াছ।" এই 'কাশফ' দ্বারা তিনি এত প্রভাবান্বিত হন যে, অবশিষ্ট খাদ্যও কুকুরকে দিয়া শূন্য হাতে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেলেন।

খোদাতা'লা এই বুজুর্গকে বুঝাইবার জন্যই এই ঘটনা করিয়াছিলেনন, এবং বুজুর্গ বুঝিয়া নিয়াছিলেন। জঙ্গলে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বে যেমন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার জন্য খাদ্য পৌছাইয়া দিতেন তেমনি এবারও এক ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেরণা দিলেন এবং সে তাঁহার জন্য খাদ্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

অতএব এই সব পশুর জন্য মানুষের নিয়ম নহে। তাহাদের জন্য যে নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে তাহা তাহারা পালন করিয়া থাকে এবং বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিয়া থাকে, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া দেয়। এই জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন—بل هم ضل। অর্থাৎ মানুষের জীবন এই সব পশুর জীবন হইতেও নিকৃষ্ট হয়। অবশ্য যাহারা আল্লাহ্‌তা'লার আদেশ অনুযায়ী চলে তাহাদের জীবন উৎকৃষ্ট হয়। মানুষ রঙ্গ-ঢঙ্গে মত্ত থাকে এবং তাহার উপর জাতির এবং দেশের কি দায়িত্ব ন্যস্ত আছে এবং মানুষ হিসাবে ও সৃষ্ট-জীব হিসাবে তাহার কি দায়িত্ব আছে তাহা সে ভাবিয়া দেখে না। মোমেনের উচিত সরল পথ অবলম্বন করা এবং কু-অভ্যাস বর্জ্জন করা। অবশ্য এক দিনে মানুষ 'কামেল' বা সিদ্ধ পুরুষ হইতে পারে না; কিন্তু সঠিক পথে চলিলে, এক দিন না এক দিন, গন্তব্য স্থলে নিশ্চয়ই পৌছিবে।

প্রাচীন মনিষী ব্যক্তিগণ খরগোস ও কচ্ছপের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন—এবং তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, এক খরগোস নিজ দ্রুত গতির উপর গর্ব্বিত হওয়ায় গন্তব্য স্থলে পৌছিবার পূর্ব্বেই শুইয়া পড়িয়াছিল এবং কচ্ছপ ধীরে ধীরে যাইয়া গন্তব্য স্থলে পৌছিল। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানুষ সঠিক পথে চলিলে, ধীরে ধীরে চলিলেও, এক দিন না এক দিন, অভিষ্ট স্থানে পৌছিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সঠিক পথে চলে না বা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া শিথিল হইয়া পড়ে, তাহার সম্বন্ধে কখনো এই আশা করা যায় না যে, সে গন্তব্য স্থানে পৌছিবে। প্রত্যেক মানুষই মরিবে, যদিও প্রত্যেক মানুষই মনে করে যে, তাহার উপর মৃত্যু কখনো আসিবে না। সেই অটল মুহূর্ত্ত আসিবার পূর্ব্বেই আমাদের আত্ম-সংশোধনের জন্য যত্নবান হওয়া উচিত এবং নিজ কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব উপলব্ধি করা উচিত এবং তাহা সম্পাদনের জন্য পূর্ণ ভাবে চেষ্টা করা উচিত।

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বিজয় লাভের উপায়

কর্ম্ম-জীবনে ত্যাগ ও সাধুতা

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌ সানির (আইঃ)
২৮শে জুলাই তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

—"আকীদা বা ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়া জমাত অন্যান্য ধর্ম্মের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়াছে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে কেন এখনো পূর্ণ বিজয় লাভ করে নাই" —এ বিষয়ে আমি প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল এক খোৎবা (জুমার নামাজের অভিভাষণ) প্রদান করিয়া বলিয়াছিলাম যে, যে-সকল 'আকীদা' বা ধর্ম্ম-মতের কারণে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) বিরুদ্ধে কুফ্‌রের ফতোয়া (ধর্ম্ম-দ্রোহের অভিযোগ) আনয়ন করা হইয়াছিল এবং তৎ-প্রতিষ্ঠিত জমাতের 'মোখালেফাত' বা বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছিল তাহা আজ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে, বরং স্বয়ং ওলামা (পণ্ডিত) শ্রেণীর মধ্যেও প্রচলিত হইতেছে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) যে-সকল মত প্রচার করিতেন এবং যে-জন্য লোক তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী ও ধর্ম্মত্যাগী বলিত আজ তাহাই শিক্ষিত লোকগণ ও ওলামাগণ এমন অনর্গল ভাবে বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন, যেন সর্ব্বদাই তাঁহারা এই সকল মত পোষণ করিয়াছেন।

"ওফাতে-মসিহ" বা 'হজরত মসিহর (আঃ) মৃত্যু'ই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু আজ প্রায় সমস্ত শিক্ষিত মোসলমানগণই এই 'আকীদা' পোষণ করিয়া থাকেন। ওলামাগণকেও যখন এ বিষয়ে তর্ক করিতে আহ্বান করা হয় তখন তাহারা বলিয়া উঠেন, "আচ্ছা স্বীকার করিলাম, হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, ইহা ছাড়িয়া অন্য বিষয় আলোচনা করুন"। সাদা-সিধে ভাবে কথা স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে মুশ্‌কেল, তাই তাহারা এরূপ কথা দ্বারা বিষয়টি এড়াইতে চায়। তাহারা তো ঘরে আসে, কিন্তু সেই ধোপার ন্যায় আসে, যে রাগ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ঘাটে চলিয়া গিয়াছিল এবং বলিয়া গিয়াছিল যে, আর ঘরে ফিরিয়া আসিবে না। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তো সে এই অপেক্ষায় ছিল যে, সম্ভবতঃ কেহ তাহার রাগ ভাঙ্গাইতে আসিবে। কিন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজনও তাহার প্রতিদিনের রাগ করায় বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাহার-ও সিদ্ধান্ত করিল যে, এখন আর তাহার রাগ ভাঙ্গাইতে কেহ যাইবে না। সন্ধ্যার সময় যখন তাহার ক্ষুধা পাইল এবং রাত্রিকালে কোথায় থাকিবে ভাবিয়া অস্থির হইল তখন সে তাহার বলদটিকে ছাড়িয়া দিল এবং নিজে উহার লেজে ধরিল। ধোপার বলদ ঘাট হইতে বাড়ী যাইতেই অভ্যস্ত, সুতরাং উহা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল এবং সে উহার লেজ ধরিয়া পিছে পিছে চলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই বলিতে লাগিল, "আমাকে ছাড়, আমি বাড়ী যাইতে চাই না, কেন আমাকে জবর-দস্তি বাড়ী লইয়া যাইতেছিস ?"

এই ওলামাগনের অবস্থাও ঠিক তাহাই। এক দিক দিয়া তাহারা কুফ্‌রের ফতোয়া দিয়া বসিয়াছে, তাই এখন একথা বলিতে পারে না যে, হজরত ইসা (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলে যে, "আচ্ছা মানিয়া নিলাম, ইসা (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, ইহা তো কোন বড় বিষয় নহে"। তাহারা একথা ভাবে না যে, ইহা যদি বড় বিষয় না হইত, তবে কুফ্‌রের ফতোয়া দিবার কি আবশ্যক ছিল ?

নবীগণের 'আছমত' বা জীবনের পবিত্রতা ও নির্দ্দোষতাও এইরূপ আর একটি বিষয়। আজ কেহ মৌলবীগণকে নবীগনের পাপ বর্ণনা করিতে শুনিবেন না। আমি এখানে সহরের মৌলবীগণের কথাই উল্লেখ করিতেছি। কোন গ্রাম্য মৌলবী হয়তো এরূপ কথা এখনো বলিতে পারে, সে ভিন্ন কথা।

এইরূপ আরো অনেক বিষয় আছে। যথা—"কোরানে 'নসখ' বা কোন কোন আয়েত অপর আয়েত কর্ত্তৃক রহিত হওয়া"। কোরানের যে সকল আয়াতকে ওলামাগণ 'মন্‌সুখ' বা রহিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন সেই সকল আয়াত দ্বারাই হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) কোরানের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। কোরান করীমের কোন আয়াত 'মন্‌সুখ' কি-না এসম্বন্ধে কোন 'বহস' বা তর্ক না করিয়া 'মন্‌সুখ' বলিয়া পরিগণিত আয়েত সমূহের অতি উচ্চ দরের 'তফ্‌সির' বর্ণনা

করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, এগুলি মন্‌সুখ নহে। তিনি বরং কোন কোন দাবীর ভিত্তিই এই সকল মন্‌সুখ বলিয়া পরিগণিত আয়াতের উপর করিয়াছেন। ফলে এখন অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষিত শ্রেণীর মোসলমানগণ এবং মোসলমান লিখকগণ কোরানে কোন মনসুখের কথা উল্লেখই করেন না।

এইরূপ আরো অনেক বিষয় আছে, যে-সমুদয়ে মোসলমানগণ অপরের 'মোকাবেলা' করিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছিল। কিন্তু এখন পদ দৃঢ় হইয়াছে।

বস্তুতঃ আকীদা-ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে আমাদের পূর্ণ বিজয় লাভ হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আহ্‌মদীদিগের সেই প্রভাব প্রতিপত্তি এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি 'খোৎবা' দিয়া বন্ধুগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি এবং এতদ্ব্যতীত বাৎসরিক সম্মিলনীতেও এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, যে-পর্য্যন্ত আমরা 'আমলী-কোরবানী' বা ব্যবহারিক জীবনের ত্যাগ দ্বারা ইসলামের 'শরীয়ত' বা ধর্ম্ম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না করিব, সে-পর্য্যন্ত শুধু কথা দ্বারা কর্ম্ম জীবনে আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি কায়েম হইতে পারে না। মৌখিক ভাবে আমরা ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করি না কেন, আমরা যদি মেয়েদিগকে 'ওয়ারেসা' বা উত্তরাধিকার না দেই, তবে লোকের উপর কোন সুপ্রভাব পড়িবে না। লোক মনে করিবে যে, ইহা কেবল আমাদের মুখের কথা।

তদ্রূপ একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে আমরা যতই বক্তৃতা করি না কেন, এবং কোরান-হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত করি না কেন, লোক যখন দেখিবে যে, আহ্‌মদীগণ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের পর উভয় স্ত্রীর প্রতি ন্যায় ব্যবহার করে না, একজনের সহিত ভাল ব্যবহার করে এবং অপর জনের সহিত কোন 'এলাকা' বা সম্পর্ক রাখে না তখন লোক অবশ্যই বলিবে, "ইহারা নিজেরাই যখন এই শিক্ষা পালন করে না, তখন অপরকে ইহার প্রতি আহ্বান করিবার ইহাদের কি অধিকার আছে?"

প্রকৃত কথা ইহাই যে, 'আমল' বা কর্ম্মের দিকটার গুরুত্ব জমাত এখনো উপলব্ধি করে নাই। যদি উপলব্ধি করিত তবে নিশ্চয়ই তাহারা অনেক উন্নতি করিয়া যাইত। কারণ ইসলামের 'আমলী-খোবী' বা ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য্য যখন মানুষের দৃষ্টি গোচর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহারা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু এখন তো অবস্থা এই যে, জমাতে কোন ইসলামী বিষয় প্রচলন করা সহজ নয়, বরং মতভেদ সৃষ্টির কারণ হয়। কোন কোন লোক তো এতটুক ভয় পায় যে, তাহারা আমাকে এই সকল বিষয় প্রচলন না করিতে উপদেশ দেয়। ইহার কারণ এই যে, জমাতে এখনো এরূপ কতিপয় লোক আছে যাহারা বাহ্যিক শান্-শৌকতকেই অধিক মূল্যবান মনে করে। তাহাদের ধারণা মতে জমাতে পঞ্চাশ জন খাটি ধার্ম্মিক লোক থাকার চেয়ে এক শত দশ জন দুর্ব্বল লোক থাকাই উত্তম। এই জন্যই তাহারা সর্ব্বদাই এরূপ ব্যাপার হইতে পলাইয়া আসিতে চায় যাহাতে তাহাদের ধারণা মতে জমাত হইতে কতিপয় লোক কমিয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। তাহারা এতটুকু বুঝে না যে, আল্লাহ্‌তা'লার নিকট পঞ্চাশ জন খাটি ধার্ম্মিক লোকের মূল্য সেই এক শত দশ জন লোকের চেয়ে অধিক যাহাদের মধ্যে ষাট জন লোকই অ-খাটি।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) উপরুক্ত বিষয়টি একটি উত্তম দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন। কতিপয় লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি আপনার জমাতের লোককে অপরের সহিত মিলিতে অনুমতি দেন না কেন? আপনি তাহাদিগকে পৃথক ভাবে নামাজ পড়িবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, জমাতের বাহিরে মেয়ে বিবাহ দেওয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে দলাদলি সৃষ্টি হয়, ফলে দুর্ব্বলতা ঘটে। আহমদীগণ অপরের সঙ্গে মেলা-মেশা করিলে জমাত উন্নতি করিবে।" উত্তরে হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিলেন, "আপনারা এই বিষয়টি বুঝেন; নাই আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে আকাশ হইতে দুধ দিয়া পাঠাইয়াছেন। দুধে যৎকিঞ্চিৎ দধি মিলাইলেই দুধ ফাটিয়া যায়। আপনারা তো আমাকে অল্প দুধে অধিক দধি মিশ্রিত করিতে উপদেশ দিতেছেন।"

এই বিষয়টি অনেক লোকই বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করে যে, পঞ্চাশ জন খাটি লোক যেখানে আছে তথায় আরো ষাট জন অ-খাটি লোকই যদি মিলিত হয় তবে তাহাতে জমাতের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধিই পাইবে। তাহারা একথা বুঝে না যে, ষাট জন অ-খাটি লোকের সংমিশ্রণে পঞ্চাশ জন খাটি লোকও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। অ-খাটি লোকের বিদ্যমানতায় এরূপ পারি-পার্শ্বিকতার সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে ভবিষ্যদ্বংশধরগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কতিপয় লোক 'এখলাস' বা খাটি ঐশী-প্রেমের এরূপ স্তরে পৌঁছিয়াছেন যে, তাঁহাদের কোন অবস্থায়ই পতনের আশঙ্কা নাই। তাঁহাদিগকে যেখানেই ফেলিয়া দাও না কেন, তাহাদের উপর কোন কু-প্রভাব পড়িবে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গোনাহ্-প্রুফ্। কাপড় যেমন ওয়াটার-প্রুফ্ হয় এবং উহার উপর জলের কোন প্রভাব পড়ে না, তদ্রূপ কোন

কোন মোমেনও গোনাহ্-প্রুফ হন। তাঁহাদিগকে পাপ-সাগরে নিক্ষেপ করিলেও তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াই বাহির হন।

পক্ষান্তরে কতিপয় খাটি লোক এরূপ হন যে তাঁহাদিগকে দীর্ঘ কাল অ-খাটি লোকের সংশ্রবে রাখিলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের ইমান নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা যখন বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশেন তখন তাঁহারা হুশিয়ার থাকেন, কারণ তাঁহাদের এই অনুভূতি থাকে যে, তাঁহারা অপর লোকের সঙ্গে মিশিতেছেন, কিন্তু জমাতের কোন অ-খাটি লোকের সঙ্গে যখন তাঁহারা মিশেন তখন তাঁহারা হুশিয়ার হন না, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, ইনি আপন লোক; তাই তাঁহারা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেন। মানুষ যখন জলে ডুব দেয় তখন শ্বাস রুদ্ধ করিয়া লয়, কিন্তু যে ব্যক্তি অবগত নহেন যে, তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করা হইতেছে—যথা শত্রু যদি তাঁহাকে জলে নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তিনি মনে করেন যে, তাঁহাকে এক শূন্য চৌবাচ্চায় নিক্ষেপ করা হইতেছে, তবে নিশ্চয়ই তিনি নাকে-মুখে জল খাইবেন, কেননা তিনি জলের সঙ্গে মোকাবেলা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন না।

তদ্রূপ কোন কোন খাটি লোক যখন অপরের সঙ্গে মিশেন তখন তাঁহার অই অনুভূতি থাকে যে, তিনি পাপ-সাগরে ডুব দিতেছেন। তাই আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। কিন্তু যখন এরূপ লোকের সঙ্গে মিশেন যাহাদিগকে আপন বলিয়া মনে করেন, তখন নিজ নাসিকা বন্ধ করেন না, ফলে নাকে-মুখে জল প্রবেশ করে। পাপের জল তাহার নাক দিয়া প্রবেশ করিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে নষ্ট করিয়া দেয়।

উন্নতির দ্বার আল্লাহ্ তা'লা সর্ব্বদাই আমল বা কর্ম্ম দ্বার খুলেন। আল্লাহ্ তা'লা কোরান-করীমে বলেন—

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين

—অর্থাৎ "যাহারা 'মুত্তাকী' (ধর্ম্মভীরু) এবং আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ পূর্ণরূপে পালন করে, তাহারাই উন্নতি লাভ করে।" 'আমল' বা কর্ম্মের উত্তম আদর্শ—বরং মামুলি আদর্শও—অপরের উপর মহা প্রভাব বিস্তার করে। কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ কোরবাণীর ফলেই হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতি মানুষের ভক্তির কারণ গান্ধীজী এবং সুভাষ বসুর বক্তৃতা নয়, বরং সেই কোরবাণী যাহা তাঁহাদের অধীনস্থ হাজার হাজার লোক করিয়াছেন। মানুষ তাঁহাদের কোরবাণী দেখিয়া মনে করে যে, ইঁহারাও ভারতবাসী এবং আমরাও ভারতবাসী, ইহারা দেশের জন্য কারা-বরণ, করিতেছেন, অতএব ইঁহাদের সম্মান করা উচিত। মানুষ যখন কোরবাণী করেন তখন অপরের জন্য উত্তম শিক্ষা-স্থল হন।

হজরত মসিহ্ মাউদের (আঃ) নিকট একদা এক ব্যক্তি আসে। কেহ তাঁহাকে (আঃ) জানাইয়া দিলেন যে, এই ব্যক্তি গাড়ীর টিকেট করিয়া আসে নাই এবং তাহাকে টিকেট করিতে উপদেশ দিলে সে বলে, "সরকারের ধন ভোগ করা 'জায়েজ' বা বিধি-সঙ্গত। এই সব কিছু আমাদের দেওয়া ট্যাক্স দ্বারাই প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপে এইগুলি আমাদেরই বটে, অতএব টিকেট করিবার আবশ্যক কি?" হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ করা ঠিক নয়। তাহাকে একটি টাকা দিয়া বলিলেন "যাওয়ার সময় টিকেট করিয়া যাইবেন"। কিন্তু আজ কয়দিন হইল আমার কানে আসিয়াছে যে, কোন কোন আহমদী টিকেট ক্রয় না করিয়াই রেলে ভ্রমণ করে—বিশেষ করিয়া কাদিয়ানের লোক, এবং কাদিয়ানের তাজের বা ব্যবসায়ী লোকগণ এরূপ করে। তাহারা ভাড়া না দিয়াই মাল আনে এবং মাল হইতে কিছু রেলকর্ম্মচারীকে দিয়া বাঁচিয়া যায়। যথা তরকারী নিয়া আসিলে, বাবুকে কিছু তরকারী দিয়া দিল। এইরূপে তাহারা মনে করে যে, তাহারা 'হালাল' খাইতেছে। কিন্তু কোরান করীম বলে যে, এরূপ ব্যক্তি নিজ উদরে নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করে। তাহাদের এই রূপ করা যদি বৈধ হইয়া থাকে তবে চুরের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এই সকল লোক বলিয়া থাকে, "কি করিব, সংসার চলে না"। কিন্তু চুরও তো একথাই বলে যে, তাহাদের সংসার খরচ চলে না। এই সকল লোকের বাড়ীতে যদি চুরি হয়, তবে তাহাদের এই নীতি অনুযায়ী তাহা ন্যায়ই হইবে, কারণ তাহারা নিজ 'আমল' বা কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছে যে, অপরের ধন অপহরণ করা অবৈধ নহে।

আমার স্মরণ আছে, এখানে যখন রেল-গাড়ীর প্রচলন হয় তখন এখানকার রেল-কর্ম্মচারী দুই এক বৎসর যাবৎ সমানে আমার সহিত বিশেষ ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি আমাদের সিলসিলার বিরুদ্ধবাদী হওয়া সত্ত্বেও লাহোর, অমৃত সহর ইত্যাদি স্থানে যাইয়া আমাদের প্রশংসা করিয়া বলিতেন যে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে এক জনও টিকেট ছাড়া আসা-যাওয়া করে না।

এক ব্যক্তির কথা আমার স্মরণ আছে, তিনি এখন মৃত। তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, এক আহ্‌মদী গয়ের-আহমদীদিগের সঙ্গে মিলিয়া আহ্‌মদীয়তের বিরুদ্ধে 'এতেরাজ' বা দোষারোপ করে। তিনি আরো লিখিয়াছিলেন যে, সেই ব্যক্তি যে আহমদী, তিনি তাহা জানিতেন না, কতিপয় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তি আহমদী। এই ব্যক্তি (পত্র-লিখক) পূর্ব্বে সিলসিলার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কিন্তু জলসার সময় কোন কাজে নিয়োজিত হওয়ায় তিনি এত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন যে, সিলসিলার বিরুদ্ধে জনৈক আহ্‌মদীরই 'এতেরাজ' শুনিয়া তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তিনি আমাকে জানাইয়া দেন যে, অমুক ব্যক্তি জমাতের দুর্নাম করিতেছে। কেননা তিনি জমাতের লোকের ব্যবহারিক জীবনের সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। অথচ টিকেট করিয়া ভ্রমণ করা তেমন বিশেষ কোন পুণ্য কাজ নয়, অন্যায় হইতে বিরত থাকা মাত্র। এই পুণ্য কাজটির দৃষ্টান্ত এইরূপ :—

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) শুনাইতেন যে, এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক 'মেহ্‌মান' (অতিথি) আসে। তিনি সেই মেহমানের অত্যন্ত সমাদর করেন। অনেক রকমের খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া নিজে বহন করিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়ান। ভৃত্যদিগকে তাঁহার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবার জন্য তাকিদ করেন। এইরূপে উত্তম রূপে তাহার খেদমত করার পর তাহার নিকট ত্রুটি-মার্জ্জনা চাহেন। আমাদের দেশে একটি রীতি আছে যে, অতিথি-সেবার পর অতিথির নিকট আসিয়া এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় যে, উত্তম রূপে সেবা করা যায় নাই, কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে মাফ করিবেন। কেহ কেহ হয় তো কেবল দেশাচার রূপে একথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কেহ অন্তরের সহিতই একথা বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তিও নিজ অতিথির নিকট ত্রুটি মাফ চাহিলে অতিথি বলিয়া উঠিল, "আপনি কি মনে করেন যে, 'খানা' খাওয়াইয়া আমার প্রতি কোন 'এহ্‌সান' বা অনুগ্রহ করিয়াছেন? আমি আপনার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছি তাহার তুলনায় আপনার এই এহ্‌সান কিছুই নহে। 'মেজ্‌বান' (host) ভদ্র-লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি তো প্রথম হইতেই আপনার নিকট লজ্জিত আছি, তবে আপনার এহ্‌সানের কথা জানাইয়া দিলে, অধিকতর কৃতজ্ঞ হইব"। মেহমান বলিল, আপনার বাড়ী এবং ঘর-সাজের সামগ্রী প্রায় দশ পনর হাজার টাকা মূল্যের হইবে। আপনি যখন আমার জন্য খাদ্য আনিতে অন্দর বাড়ীতে যাইতেন তখন যদি আমি দিয়েসালাই জ্বালাইয়া তাহা পুড়াইয়া দিতাম তবে আপনি কিছুই করিতে পারিতেন না। অতএব ইহা আপনার প্রতি আমার এহ্‌সান যে, আমি আপনার ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দেই নাই"।

সার কথা এই যে, টিকেট করিয়া ভ্রমণ করা কোন 'নেকী' বা পুণ্য কাজ নয়। 'নেকী' তো সদনুষ্ঠানকে বলা হয়; কাহারো অনিষ্ট-সাধন হইতে বিরত থাকা অতি নিম্ন স্তরের কথা। যাহা হউক রেল-কর্ম্মচারীগণ এই সামান্য বিষয়েই অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় চারি পাঁচ জন হইলেও অন্যান্য লোকগণ তাঁহাদের কথায় এই ভাবিবে যে, আহমদীগণ বাস্তবিকই ভাল লোক।

কিন্তু এখন কোন কোন দোকানদারের কাজে এই সুনাম বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আমি শুনিয়াছি, কোন কোন লোক নাকি টিকেটও করে না। এইরূপ কাজে জমাতের 'বদনাম' হয়। আমি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, ভবিষ্যতে তাহারা এরূপ অন্যায় হইতে বিরত থাকিবেন এবং কৃত অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হইবেন। সামান্য 'হারাম' জিনিষ সমস্ত হালাল জিনিষকে খারাপ করিয়া দেয়। আপনারা যদি বৎসরে দুই শত দিবসও তবলীগ কার্য্যে উৎসর্গ করেন, অথচ এরূপ অন্যায় হইতে নিজকে বাঁচাইয়া না চলেন তবে, সমস্ত কাজ বৃথা হইয়া যাইবে।

কোরান করীমের আদেশ এই :—

كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً

খাদ্য পবিত্র না হইলে পুণ্য কাজেরও ক্ষমতা লাভ হয় না। এই সকল ঘৃণ্য কাজে 'রিজিক' (জীবিকা) বাড়ে না, অবশ্য ইমান বিনষ্ট হয়। অর্থ উপার্জ্জনের পথও ইহা নয়। ক্রোড়-পতি ও অর্ব্বুদ-পতিগণ এইরূপ অন্যায় উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন নাই।

মোমেনের উচিত প্রত্যেক কাজেই সৎ-আদর্শ প্রদর্শন করা, যেন লোক তদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। আল্লাহ্‌তা'লাও সেই সকল লোককেই সাহায্য করেন যাহারা বৈধ উপায় অবলম্বন করেন। আল্লহেতা'লা কোরান শরীফে বলেন—ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين "তোমরা লোকের প্রতি

'এহ্‌সান' কর, তবে আমি তোমাদিগকে ভালবাসিব।' অতএব অপর লোকের প্রতি আহমদীদের 'এহ্‌সান' বা অনুগ্রহ হওয়া উচিত। ইহা কত বড় 'জুলম' হইবে যে, এক আহ্‌মদী খোদা-তা'লার ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া এবং এরূপ এক জমাতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাহাতে দাখেল হওয়ার ফলে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিতে হয়, এরূপ কাজ করিবে যে, খোদা-লাভের রজ্জু ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিবে।

এই সকল সদাচার তো অতি নিম্ন স্তরের নৈতিক অনুষ্ঠান। কাফেরদের মধ্যেও এইরূপ সদাচার পাওয়া যায়। হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) মুখে আমি অনেক বারই শুনিয়াছি যে, 'রাইটস্কিন' নামক জনৈক ইংরাজ ব্যারিষ্টার ছিলেন। তিনি যদি কোন মোকদ্দমার জপ-সোয়াল করিবার কালেও জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার মুয়াক্কেল মিথ্যাদাবী তবে তৎক্ষণাৎ তিনি কোর্ট হইতে চলিয়া আসিতেন এবং মোয়াক্কেলকে তাহার ফিস ফিরাইয়া দিতেন।

ইহা কোন পুণ্য কাজ ছিল না, বরং মানবতার দাবী ছিল এবং এক মানবকে খোদা রূপে উপসনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক ইহা সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়, যুগের 'মামুর' বা প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির উপর ইমান আনয়নকারী ব্যক্তির 'আখলাক' বা আচরণ ও চরিত্র কত উন্নত হওয়া উচিত। ইহা কত নিন্দনীয় কথা যে, এক ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় বাটালা হইতে এক মন তরকারী আনিয়া বাবুকে কিছু দিয়া মাসুল না দিয়াই বাঁচিয়া গেল। এরূপ ব্যক্তি অবশ্য বাটালা হইতে তরকারী আনিল এবং মাশুলও বাঁচিয়া গেল, কিন্তু ইমান বাটালাতেই রাখিয়া আসিল।

অতএব আমি উপদেশ দিতেছি যে, এই সকল অন্যায়াচরণ পরিত্যাগ কর। এরূপ যাহারা করে, তাহারা এই উপায়ে পরিণামে কত ধনই বা অর্জ্জন করে? এইরূপে ধন অর্জ্জন হয় না। আল্লাহ্‌তা'লা যখন কাহাকেও ধন দিতে চান তখন কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না। সে দেয়ানতদারীর আদর্শ যতই কঠোর করুক না কেন, খোদাতা'লা তাহাকে কোন না কোন উপায়ে দিবার জন্য কোন না কোন রাস্তা বাহির করিয়াই লন, এবং যখন তিনি দিতে চান না তখন এই অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন কোন না কোন রূপে হস্তচ্যুত হইয়াই যায়। এরূপ লোক জমাত হইতে বাহির হইয়া যায় এবং আবার অভিযোগও করে যে, তাহাদিগকে বয়কট করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহাদিগকে বয়কট কেহ করে না। খোদাতা'লার তরফ হইতে ইহা তাহাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ হয়। তাহাদের ব্যাধি কে প্রকাশ করিল? খোদা-তা'লাই তাহা করিতে পারেন। এইরূপ অসদুপায়ে অর্জ্জিত 'মাল' ভক্ষণই তাহাদিগকে জমাত হইতে বাহির করিয়া দেয়। কাহারো মাল চুরি হইয়া যায়, কাহারো বা রোগ-শোকে ক্ষতি হইয়া যায়। দুই চারটি সন্তানের 'টাইফয়েড' হইলে সমস্ত অবৈধ উপায়ে অর্জ্জিত ধন ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়। ডাক্তারের ফিস, ঔষধের দাম, কাপড় চুপর খরিদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সাধন ইত্যাদি বাবৎ বহু খরচ করিতে হয়।

অতএব মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে, আয়ের যেমন বহু পথ আছে তেমনি খরচেরও বহু পথ রহিয়াছে। যাহার উপার্জ্জন 'হালাল' তাহার খরচও সৎপথে হয়, কিন্তু যাহার উপার্জ্জন 'হারাম' তাহার খরচও সেইরূপ পথেই হয়। আল্লাহ্‌তা'লা খরচের দুইটি পথ রাখিয়াছেন—একটি সৎকার্য্যে, আর একটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ, আমি বলি, এইরূপ অসদুপায়ে যদি ঐশ্বর্য্য লাভও হয়—যথা, ধরিয়া নিলাম, কেহ যদি রকফেলারের ন্যায় দুনিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনীও হইয়া যায়, বা ফোর্ড বা মারগেন হইয়া যায়, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে তাহার এই ঐশ্বর্য্যে লাভ কি? যখন সে খোদাতা'লার সাম্‌নে উপস্থিত হইবে তখন খোদাতা'লা তাঁহার ফেরেস্তাগণকে বলিবেন, "ইহাকে আমার সম্মুখ হইতে নিয়া যাও"। এই দৃশ্য একবার কল্পনা করিয়া চিন্তা কর, এইরূপ ধনে লাভ কি?

আমার নিকট এইরূপ অভিযোগও আসিতেছে যে, কেহ কেহ টাকা কর্জ্জ নিয়া পরিশোধ করে না। বিশেষ করিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই ব্যাধি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ব্যবসা করিবে বলিয়া টাকা নিয়া খাইয়া ফেলে এবং ফেরত দেয় না, টাল বাহানা করে।

আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে এই সব বিষয় পরিদর্শন করিবার জন্য কাদিয়ানে ব্যবসায়ীগণের একটি কমিটি গঠন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যবসায়ীগণও এ বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই এবং উমুর—আম্মা বিভাগও এ বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। আমাদের ব্যবসায়ীগণ যদি নিজেদের ব্যবহার ও চরিত্র সংশোধন করিয়া লন—সত্যপরায়ণতা ও সাধুতার সহিত কাজ করেন—তবে তাহারা বড় বড় মোবাল্লেগ হইতেও অধিক কাজ করিতে পারেন এবং ইহাতে তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া তাহাদের উপার্জ্জনও বৃদ্ধি করিতে পারেন।

অসদুপায়ে উপার্জ্জনকারী লোকের বুদ্ধি কখনো তীক্ষ্ণ হইতে পারে না, কারণ সে মনে করে যে, মিথ্যা দ্বারাই কাজ হাছেল করিয়া নিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে না, সে চিন্তা করে, কেমন করিয়া বৈধ উপায়ে আয়-বৃদ্ধি করা যায়। এইরূপে তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়।

আমার স্মরণ আছে, একবার আমাদের বাড়ীতে কোন উৎসব ছিল, হয়তো ছেলের বিবাহোৎসব ছিল। আমি এখানে খেজুরের অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম যে, এখানে টাকায় ছয় সের করিয়া বিক্রী হয়। আমি আরো দুই তিন জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ফলে জানিতে পারিলাম যে, বাটালায় টাকায় ষোল সের করিয়া পাওয়া যায়। এত প্রভেদ কেমন করিয়া হয়, তাহা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। যিনি খবর দিয়াছিলেন তাঁহাকে ডাকাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "বার সের হইতে ষোল সের পর্য্যন্ত তো নিশ্চয়ই মিলিবে। এখানকার হার অধিক হওয়ার কারণ এই যে, এখানকার ব্যবসায়ীগণ পরিশ্রম করে না। সহরে বাণিজ্য-শুল্কের এলাকার বাহিরে কয়েকটি বড় বড় দোকান আছে। তথায় জিনিষ সস্তা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দোকানদারগণ পরিশ্রম না করিয়া সহর হইতেই জিনিষ খরিদ করিয়া নিয়া আসে।" আমি এই বন্ধুকেই পাঠাইলাম এবং তিনি এক টাকায় এগার সের, কি বার সের নিয়া আসিলেন।

বস্তুতঃ যে ব্যবসায়ী মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহার বুদ্ধি তেজ হয় না, কারণ সে কেবল চালাকি করিয়া লাভ করিতে চায়, কোন বৈধ উপায় বাহির করিবার বা তালাস করিবার তাহার খেয়ালই আসে না। নতুবা বিভিন্ন বাজারে জিনিষের দর এত বেশকম থাকে যে, তাহা অনুমান করা যায় না। এক দেশের তৈয়ারী জিনিষ মহার্ঘ হয়, অন্য দেশের তৈয়ারী সেই জিনিষই সস্তা হয়। এক দেশের জিনিষ দুর্ব্বল হয়, অপর দেশের জিনিষ মজবুত হয়। যাহারা চালাকী করিতে অভ্যস্ত তাহারা পরিশ্রমী হয় না এবং জিনিষ তালাস করিয়া খরিদ করে না। বেশী দাম দিয়াই কিনিয়া আনে এবং বেশী দামেই বিক্রী করে। দোকানদার বড় বড় 'কসম' খাইয়া বলে যে, এই জিনিষ এই মূল্যেরই এবং তাহারা এই কথাতেই বিশ্বাস করিয়া জিনিষ খরিদ করিয়া নিয়া আসে।

আমি শুনিয়াছি, বোম্বাইয়ে কোন কোন চালাক লোক মামুলি কলম আট টাকা দশ টাকা করিয়া বিক্রী করে। একবার আমিও এবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমি বাজার অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলাম, এক ব্যক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া আমার নিকট একটি কলম বিক্রি করিতে চাহিল। সে বলিল, "ইহা দশ টাকা মূল্যের কলম, ঠেকা বশতঃ বিক্রি করিতেছি, আপনি পাঁচ টাকা দিয়াই নিয়া যান।" আমি নিতে অস্বীকার করিলে সে বলিল, "চারি টাকা দিয়াই নিয়া যান" এবং পরে সে আট আনায় পর্য্যন্ত দিতে চাহিল।

বস্তুতঃ কোন কোন দোকানদার বড় বড় 'কসম' (শপথ) করিয়া অতি দামে জিনিষ বিক্রী করে এবং আমাদের ব্যবসায়ীগণ তাহাদের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া অধিক দাম দিয়া জিনিষ কিনিয়া নিয়া আসে এবং পরে প্রতিযোগীতা করিতে গিয়া অসদুপায়ে সস্তা বিক্রী করিতে প্রয়াস পায়। যথা, টিকেট কালেক্টারদের সঙ্গে খাতির করিয়া বা তাহাদিগকে কিছু দিয়া বিনা ভাড়ায় জিনিষ আনিয়া সস্তা বিক্রী করিতে চায়।

আমরা যখন বিলাত গিয়াছিলাম তখন বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পরিবারস্থ লোকদিগকে উপহার দেওয়ার জন্য কিছু জিনিষ খরিদ করিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিলাম। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারের জন্য কিছু জিনিষ খরিদ করিল। আমিও কতিপয় জিনিষ তালাস করিয়া কিনিয়া আনিলাম। একটি জিনিষ আমি তিন চারি টাকা দিয়া আনিলাম; ডাক্তার হাশ্‌মতউল্লাহ্‌ সাহেবও তখন আমার সঙ্গে ছিলেন। জিনিষ কিনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলে বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহা কোথা হইতে কিনিলেন?" আমি বলিলাম, "কোন স্থান হইতে তালাস করিয়া কিনিয়া আনিয়াছি, আপনারাও যাইয়া নিয়া আসুন।" আমি তো ঠাট্টা স্থলে বলিয়াছিলাম, কিন্তু বন্ধুগণ মনে করিলেন, আমি হয়তো ইহার প্রাপ্তি-স্থান বলিতে চাই না। সুতরাং তাঁহারা প্রাপ্তি-স্থান সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই জিনিষ কিনিতে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, এই জিনিষ কোথাও দশ টাকার কমে পাওয়া যায় না, তাই তাহারা কিনিতে পারিলেন না। আমি ছয় শিলিং দিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা দশ শিলিংএর কমে পাইলেন না। অথচ জিনিষ একই ছিল। দরদ সাহেবের যেহেতু বিলাত থাকাই স্থির হইয়াছিল তাই তাঁহার কিছু কাপড়ের আবশ্যক ছিল। আমি বিভিন্ন ফার্ম্মে

লেখা-লেখি করিয়া এক স্থান হইতে তাঁহাকে কাপড় প্রস্তুত করাইয়া দেই। পরে তিনি সেই ঠিকানা ভুলিয়া যান। তিনি আমাকে পত্র লিখিয়াছেন যে, এত সস্তা কাপড় আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। সেই ঠিকানা আমার স্মরণ আসিয়া থাকিলে তাহা আমি তাহাকে জানাইয়া দেই। যে ব্যক্তি তথায় চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ ছিলেন তিনিও বলেন যে, এত সস্তা জিনিষ আর কোথাও পাওয়া যায় না, যেমন সস্তা আমি কিনিয়াছিলাম।

এক বন্ধু আমাকে এক বার বলিয়াছেন যে, তিনি বহু বৎসর যাবৎ কারবার করিতেন এবং বিলাত হইতে জিনিষ খরিদ করিয়া আনিতেন। এক বার তাঁহাকে বোম্বাই যাইতে হইয়াছিল। তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তথায় জিনিষ বিলাত হইতেও সস্তা পাওয়া যায়। আমাদের দোকানদারদের একই দোকান হইতে জিনিষ খরিদ করিয়া আনা উচিত নহে, পরিশ্রম করিয়া এবং একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া জিনিষ ক্রয় করা উচিত। তবে আর অসদুপায়ে সস্তা করিবার আবশ্যক হইবে না। কখনো কোন এক দোকানে সীমাবদ্ধ থাকিতে নাই। একই দোকানে কখনো সব জিনিষ সস্তা পাওয়া যায় না। দশটি সস্তা হইলে একটী অবশ্য মহার্ঘ হইবে। অতএব সর্ব্বদাই ঘুরিয়া ফিরিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। এইরূপে লাভ বেশী হইতে পারে এবং এইরূপে লাভ করা বৈধ।

হজরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যখন কোন কাজ করিতে আরম্ভ কর, তখন 'এস্তেখারা' (মঙ্গল কামনা) করিয়া লইও"। হজরত খলিফা আওয়াল (রাঃ) বলিয়াছেন যে, এক বার এক বন্ধু কোন জিনিষ ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তখন তিনি তাহাকে 'এস্তেখারা' করিবার জন্য উপদেশ দেন। প্রায় লক্ষ টাকার জিনিষ খরিদ করিবার ছিল। সেই বন্ধু বলিলেন, ইহাতে হাজার হাজার লোকের 'ফায়দা' (উপকার) অনিবার্য্য। তিনি পুনরায় বলিলেন, তবু এস্তেখারা করিয়া লওয়া উচিত। সেই বন্ধু বলিলেন, "এস্তেখারার কি আবশ্যক, 'ফায়দা' তো অনিবার্য্য"। যাহা হউক তাঁহার অনুরোধে তিনি এস্তেখারা করিয়া লইলেন। যথাস্থানে পৌছিলে, কোন বিষয় নিয়া ঝগড়া উপস্থিত হইল এবং জিনিষ খরিদ করা হইল না। পরে জানা গেল যে, এই জিনিষের দর এত কমিয়া গিয়াছে যে, ইহাতে তাহারা হাজার হাজার টাকা ক্ষতি হইত।

অতএব লাভও আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্য ও সহায়তায়ই হইয়া থাকে। তা' ছাড়া লাভ কমই হউক, আর বেশীই হউক, আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে 'বরকত' (আশীষ) অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং তাহা কেবল 'হালাল' বা বৈধ উপায়ে উপার্জ্জিত ধনেই অবতীর্ণ হইতে পারে।

অতএব আমি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলিতেছি যে, আমাদের ব্যবসায়ীগণ নিজেদের মধ্যে কমিটী গঠন করুন এবং অসদুপায় যেন অবলম্বিত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখুন। আমি শুনিয়াছি যে, কতিপয় লোক এরূপ অসদুপায়ে তরকারী আনার ফলে অন্যান্য লোকগণও বলিতেছে যে, তাহারাও এই উপায়ে জিনিষ আনিবে এবং কার্য্যতঃ তাহারা এইরূপই করিতেছে। রেল-কর্ম্মচারীদের তো কোন ক্ষতি নাই, তাহাদের তো লাভই। যে মালের জন্য রেলওয়ে কোম্পানীকে দশ টাকা ভাড়া দিতে হইত, তথায় যদি তাহাদিগকে চারি আনাই দেওয়া হয় তবে তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহাতে জমাতের দুর্নাম হয়। ব্যবসা-কমিটির এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সভা করিয়া দোকানদারদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, বদ্‌-দেয়ানতী বা অসাধুতা বড়ই খারাপ জিনিষ। অন্যান্য বন্ধুগণকেও জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, যদি কোন দোকানদারের মধ্যে কোন দুর্ব্বলতা বা ত্রুটি দৃষ্ট হয় তবে যেন তাহা কমিটিকে জানাইয়া দেন। আস্তে আস্তে এই কমিটিকে এই অধিকারও দেওয়া যাইতে পারে যে, যে দোকানদার এই কমিটির মেম্বর-ভুক্ত না হইবে তাহা হইতে কোন জিনিষ খরিদ করা হইবে না। কিন্তু এই অধিকার তখনই দেওয়া যাইবে যখন দেখা যাইবে যে, তাহারা দোকানদারদের 'ইমানী' (ধর্ম্ম-বিষয়ক) ও 'আখলাকী' (নৈতিক) বিষয়ের হেফাজত করেন এবং বৃথা 'জুলুম' করেন না। এই রূপ ধারণ করিলে এই কমিটি আমাদের হস্ত স্বরূপ হইবে এবং আমরা ইহাকে অধিকার দিতে পারিব। যে দোকানদারের মধ্যে তাহারা অন্যায় প্রতিপন্ন করিবে তাহাকে আমরা 'বয়কট' করিব।

ইউরোপ, বিশেষতঃ ইলণ্ডে, এইরূপ কমিটি বহু কাজ করিতেছে। তথায় মেডিকেল রেজীষ্ট্রেশন কমিটি কোন সরকারী বিভাগ নহে। কিন্তু যখন তাহারা কোন ডাক্তারের বদ্‌-দেয়ানতী করিতে দেখে তখন তাহারা সেই ডাক্তারের নাম তাহাদের রেজীষ্টার হইতে কর্ত্তন করিয়া দেয় এবং

গবর্ণমেণ্টও এরূপ ব্যক্তিকে প্রেক্‌টিস্ করিতে অনুমতি দেয় না। আমরাও আমাদের এই কমিটিকে নৈতিক ও ব্যবসা-সংক্রান্ত উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইলে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না।

এই কমিটির আর একটি প্রয়োজনীয়তা এই যে, বর্ত্তমানে হিন্দুদের দোকান হইতে জিনিষ খরিদ না করিবার যে বন্ধন আছে তাহা আমি দূর করিয়া দিতে চাই। যে সময় এই বন্ধন প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহা যে কারণেই হউক না কেন, তখন এক বিশেষ অবস্থা ছিল। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সর্ব্বদা এরূপ ব্যবহার করিতে পারি না। অতএব আমি এই বন্ধন এখন আর বেশী দিন কায়েম রাখিব না। আমি জানি যে, এই বন্ধন যখন উঠাইয়া দেওয়া হইবে, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে আহ্‌মদীদের ব্যবসায় ঘাটতি পড়িয়া যাইবে। অতএব তখনো নিজ ব্যবসায়ীগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই কমিটির প্রয়োজন উপস্থিত হইবে।

এই বন্ধন যখন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তখন সম্ভবতঃ মাত্র দুই একটি আহ্‌মদীর দোকান এখানে ছিল, তাহাও অতি মামুলী ধরণের ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বহু দোকান হইয়াছে এবং কোন কোন দোকানদার হিন্দু দোকানদারদের মোকাবেলা করিতে সক্ষম। অতএব এই বন্ধন উঠাইয়া দিলে আহ্‌মদীদের ব্যবসায় ক্ষতি হইবে, কারণ সকল আহ্‌মদী এরূপ 'গয়রত্‌মন্দ' বা আত্ম-সম্মান-বোধশীল নহে যে, এই বন্ধন অপসারিত হইলে পরও তাহারা আহ্‌মদীদের দোকান হইতেই জিনিষ খরিদ করা প্রয়োজন মনে করিবে। কেহ কেহ এরূপ আছে যে, এক পয়সা লাভ দেখিলে মাইল পথ হাটিয়া যাইতে হইলেও, হিন্দু দোকান হইতেই জিনিষ খরিদ করিবে এবং মহল্লায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিবে, "দেখ অহ্‌মদীগণ কত বেশী দরে জিনিষ বিক্রী করে"।

সুতরাং এই বন্ধন যখন উঠাইয়া দেওয়া হইবে তখন আহ্‌মদীদের চলনশীল ব্যবসায় পতন হইবে এবং হয়তো কাহারো কাহারো শত সহস্র টাকা ক্ষতি হইবে। যাহা হউক, এই বন্ধন আর বেশী দিন জারি রাখা উচিত নহে।

অতএব ব্যবসায়ীগণেরও নিজেদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, গাহেক এবং মহল্লাবাসিগণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা উচিত, যেন তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাদের নিকট হইতে জিনিষ খরিদ করিতে প্রণোদিত হয়। হিন্দুগণ মোসলমানদের হাতের জিনিষ খায় না, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের উপর কেহ দোষারূপ করে না। অথচ আমাদের কাজে আপত্তি করে, কারণ আমরা জমাত হিসাবে কাজ করি। এই কাজই যদি কেহ ব্যক্তিগত ভাবে নিজ হইতে করে, তবে কেহ আপত্তি করিবে না।

যাহা হউক, শীঘ্রই আমি এই বন্ধন উঠাইয়া দিব। এইজন্যও ব্যবসায়ীগণের এক কমিটি গঠন করা আবশ্যক। আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি তৎসমুদয় পালন করিলে কোন জাতি তাহাদের 'মোকাবেলা' বা প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারিবে না। **'দেয়ানতদারী' বা সততার বলে তাহাদের ব্যবসা উন্নতি করিবে, তাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে এবং খোদাতা'লার সাহায্য তাহাদের সহিত থাকিবে, কারণ আল্লাহ্‌তা'লা কখনো সাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন না।**

তাহ্‌রীক

চলরে নবীন বীর
খলিফার নির্দ্দিষ্ট পথে লক্ষ্য রেখে স্থির।

১। তাহ্‌রীকেরই হারকতে তোর উঠবে পরাণ মাতি
কুচ্‌পরওয়া নাই দুনিয়ায় খোদা তোদের সাথী
"উনিষ আদেশ বেঁধে শিরে
চলরে মরু সাগর চিড়ে
আসবে বিজয় বিশ্ব ঘিরে
এই কলেমা স্থির
তোদের হাতেই মুক্তি ধরার রোহানী শম্‌শীর।

চলরে নবীন বীর
খলিফার তাহ্‌রীকের পথে লক্ষ্য রেখে স্থির।

২। নিঃস্ব তোরা বিশ্ব-জয়ী শিষ্য ধর্ম্মরাজের
তাহ্‌রীকে তাঁর রক্ষী তোরা রোহানী ছেরতাজের
এক-শোর্‌বা-শক্তি আহার
সরল লেবাছ্‌-লুপ্ত বাহার
বিশ্ব করতলে যাহার
আসবে তাহাই স্থির
গুম্ফ-শশ্রুর পরাক্রমে চলরে প্রবল বীর।

চলরে প্রবল বীর
খলিফার ফর্‌মানের পথে লক্ষ্য রেখে স্থির।

৩। অন্ধেরা সব অন্ধকারের হেরে ছায়ার খেলা
কপাল ঠোকে মরুক খেয়ে আশার অবহেলা
থিয়েটারের স্বপ্ন ধীরাজ
কল্পনাতেই করুক বিরাজ
তুই জেগে উঠ 'হাম্‌ মহারাজ'
অভিজ্ঞানের বীর
তোর অভিযান ভাঙ্গবে যুগের মহানিদ্রা ধীর।
জাগরে সবার বীর
তাহ্‌রীকের এই নূতন জাগায় জাগবে জগত স্থির।

৪। চারিদিকে আজ উঠছে জেগে সমর আয়োজন
তোদের আজও কেউ শোনেনি সাগর-গরজন
তোরা যখন উঠবে ক্ষেপে
আকাশ পাতাল উঠবে কেঁপে
খোদাই তাকত রাখনা চেপে
ওরে আলমগীর
ঝড়ের মত করবে জগত ঝঞ্জাতে অস্থির।
চলরে মহান বীর
তাহ্‌রীকের এই নূতন পথে লক্ষ্য রেখে স্থির।

—মতিন।

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ্‌র (আইঃ) তাহরিক-জদীদের "উনিশ মোতালেবা"

বিগত ১৩ই আগষ্ট প্রায় সকল আহমদীয়া কেন্দ্রেই তাহরিক-জদীদের মিটিং করিয়া 'উনিশ মোতালেবার" পুনরালোচনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, সকল বন্ধুগণের অবগতি ও পুনঃ-স্মৃতির উদ্দেশ্যে উক্ত "উনিশ মোতালেবা" নিম্নে পুনঃ প্রকাশিত করা গেল।

১। **সরল জীবন যাপন কর ঃ—**

এই উদ্দেশ্যে :—

(ক) এক খাদ্য ও এক ব্যঞ্জন ব্যবহার কর।

(খ) পোষাক পরিচ্ছদ যথা-সম্ভব কম ক্রয় বা প্রস্তুত কর।

(গ) মহিলাগণ নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত, বা লেস-ফিতা ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী খরিদ হইতে বিরত থাক।

(ঘ) চিকিৎসা খরচ লাঘব কর,—পারিত-পক্ষে বেশী মূল্যের পেটেণ্ট ঔষধ ক্রয় করিও না।

(ঙ) সিনেমা-বায়স্কোপ ইত্যাদি রঙ্গতামাসা বর্জ্জন কর।

(চ) বিবাহ-খরচ সঙ্কোচ করিয়া কেবল যাহা একেবারে অপরিহার্য্য তাহার অনুষ্ঠান কর।

(ছ) বৃথা সাজ-সরঞ্জাম বা ঘর-সাজ হইতে বিরত থাক।

(জ) ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-খরচও যথা-সম্ভব কম কর।

২। **মাসিক আয়ের ১/২০ এক পঞ্চমাংশ হইতে ১/৩ এক তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত কাদিয়ানে তাহরিক-জদীদের আমানত ফাণ্ডে জমা কর।**

৩। বিরুদ্ধবাদিগণের **মিথ্যা-প্রচারের জওয়াবের জন্য** চাঁদা দান কর।

৪। **বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচার-কল্পে চাঁদা** দান কর।

৫। **বিশেষ স্কীমের জন্য চাঁদা** দান কর।

৬। **সাইকেল-সার্ভের জন্য চাঁদা** দান কর।

৭। চাকুরিয়াগণ ছুটি পাপ্য থাকিলে **তিন মাসের ছুটি নিয়া তবলীগ কার্য্যে উৎসর্গ** কর। ব্যবসায়ীগণ বা কৃষকগণ তাঁহাদের অবসর কাল তবলীগের জন্য উৎসর্গ কর।

৮। **গ্রীষ্মের, পূজার বা বড়দিনের ছুটি তবলীগ কার্য্যে উৎসর্গ** কর।

৯। যুবকগণ **তিন বৎসরের জন্য জীবন উৎসর্গ** কর।

১০। সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিগণ নিজদিগকে **বক্তা বা অনারারী প্রচারক রূপে পেশ** কর।

১১। গয়ের-আহমদীগণ হইতে **২৫ লক্ষ টাকার রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ** কর।

১২। **পেন্‌সন-প্রাপ্ত লোকগণ নিজদিগকে** সিল্‌সিলার কার্য্যের জন্য পেশ কর।

১৩। সঙ্গতিশীল-ব্যক্তিগণ **সন্তানগণকে শিক্ষার জন্য কাদিয়ান প্রেরণ** কর।

১৪। উচ্চ-শিক্ষা লাভেচ্ছু শিক্ষার্থিগণ কেন্দ্র হইতে **ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণ** কর।

১৫। যুবকগণ **বিদেশে যাইয়া স্বাবলম্বী হইয়া তবলীগ** কর।

১৬। **স্বহস্তে কাজ করিবার অভ্যাস** গঠন কর।

১৭। বেকারগণ অবিলম্বে **কোন না কোন বৈধ কাজে নিয়োজিত** হও।

১৮। **কাদিয়ানে বাড়ী প্রস্তুত** করিতে চেষ্টা কর।

১৯। এই **তাহরিকর সাফল্যের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা** কর।

তাহরিক-জদীদের চাঁদা-প্রাপ্তি

জুলাই ও আগষ্ট মাসে

মৌলবী আব্‌দুস্ সালাম সাহেব বি-এ, বগুড়া	৪৲	৫ম বর্ষ
খানবাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেব	৩৮৲	,,
খানবাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী সাহেবের পরিবার বর্গ	১৪৷৷০	,,
মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বি-এ, বাঁকুড়া ...	১৬৲	,,
ডাঃ মোহাম্মদ মোসা সাহেব, বাঁকুড়া ...	২৲	,,
*মৌলবী আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী বি-টি, ডাবলিন	২৷৷০	,,
*মৌলবী আবদুল লতীফ সাহেব, সীউরি ...	১১৲	,,
ঐ ঐ (৩য় ও ৪র্থ বর্ষের বৃদ্ধি)	৸০	
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জোমন আহমদীয়া (অজ্ঞাত) ...	১৷৷৶০	
মৌলবী সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব, রঙ্গপুর ...	৩৲	৫ম বর্ষ
ঐ ঐ (৩য় বর্ষের বৃদ্ধি) ...	৸৶০	
*মৌলবী আবদুস সোবহান সাহেব, গাইবান্ধা ...	৩৮৲	৫ম বর্ষ
মৌলবী আলী আনোয়ার সাহেব, তাতারকান্দি ...	৫৲	,,
খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, বাগুড়া	১২১৲	,,
মৌলবী মোহাম্মদ আমীর সাহেব, ডিক্রুঘর ...	২৲	,,
মোসাম্মত মেহেরুন্নেসা বেগম সাহেবা, ডিক্রুঘর ...	২৲	,,
হাফেজ তৈয়বউল্লাহ্‌ সাহেব, ভরতপুর ...	২৲	,,
*মিসেস মাহমুদা বেগম সাহেবা, তাতারকান্দি ...	৫৲	,,
*মৌলবী আবুল আসেম খান চৌধুরী সাহেব, ...	১১৲	,,
*মোসাম্মাত মছউদা খাতুন সাহেবা, দেবগ্রাম ...	৫৷৷০	,,
ঐ ঐ ঐ	২য় বর্ষ ...	৫৶০
ঐ ঐ ঐ	বৃদ্ধি বাবদ ৩য় বর্ষ ...	৷০
ঐ ঐ ঐ	,, ৪র্থ বর্ষ —	৷৶০
*মৌলবী মোজাফরউদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ, ঢাকা	১১৸০	,,
	৩০০৷৷৶০	

জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা-প্রাপ্তি

পূর্ব্ব-প্রাপ্তি	১৬৬১৸৶০
১লা জুলাই হইতে ২৮শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আদায়—	
খান বাহাদুর মৌলবী আবুলহাশেম খাঁ চৌধুরী সাহেব	১০০০৲
মাষ্টার ছালাহ্‌উদ্দিন খাঁ, ঢাকা	২৲
মৌলবী আবুল আসেম খাঁ চৌধুরী সাহের, নাটোর ...	৫৲
১লা জুলাই হইতে ২৮শে আগষ্ট পর্য্যন্ত আংশিক আদায়—	
মৌলবী মীর রফিক আলী সাহেব, চট্টগ্রাম ...	৩০৲
,, আবুল হুসেন সাহেব, কাজলাঘর ...	৫৲
,, আব্দুর রাহ্‌মান খাঁ সাহেব, ঢাকা ...	৩৲
,, এ, কে, এম খলিলুর রাহ্‌মান খাদিম সাহেব,	২৫৲
,, মোজাফরউদ্দিন চৌধুরী সাহেব, ঢাকা ...	৩৯৲
,, হাফিজ তৈয়বউল্লাহ্‌ সাহেব, ভরতপুর ...	২৲
,, আবদুস্ সোবহান সাহেব, গাইবান্ধা ...	২৬৷৷৶৬
খানসাহেব মৌলবী মোবারেকআলী সাহেব, বগুড়া ...	৫৫৲
মাষ্টার আবদুলআলী সাহেব, শুহিলপুর ...	২৲
	২৮৫৬৷৷৬

* সম্পূর্ণ আদায় করিয়াছেন সঃ আঃ

জগৎ আমাদের

বৈদেশিক তবলিগী সংবাদ

লণ্ডন—ইদানিং লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদে কেপ্‌টেন আতাউল্লাহ্‌ সাহেব "হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) জীবন-চরিত" সম্বন্ধে এবং মীর আবদুস সামাদ সাহেব "ইসলামের শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গ কতিপয় প্রশ্ন করেন, বক্তাগণ তাহার উত্তর দেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে কোরান করীমের 'দরস' (discourse) হয়। মিষ্টার কাউনি, মিষ্টার শ্লেয়ার, মিষ্টার এনসুর ও মিষ্টার মাল্‌বেট, আমাদের লণ্ডন মজজিদের বর্ত্তমান ইমাম মৌলানা জামাল উদ্দীন শামস্‌ সাবেহকে চা-পানের নিমন্ত্রন করেন। চা-পানের পর প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া বিভিন্ন ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা হয়। ইমাম সাহেবকে লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন দুই বার তাহাদের মিটিংএ নিমন্ত্রিত করেন। এতদ্ব্যতীত মিষ্টার এথাম আডাফ স্কুল আমাদের ইমাম সাহেবকে এক গার্ডেন পার্টিতেও নিমন্ত্রিত করেন। এই উপলক্ষে উক্ত এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী ও অন্যান্য লোকের সহিত আহমদীয়ত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়।

আমেরিকা—আমাদের আমেরিকার ইসলাম-প্রচারক জোনাব সুফি মতিউর রহমান সাহেব এম-এ কেন্‌সাস সিটির আহ্‌মদীয়া জমাত পরিদর্শন করিতে যান। তথায় প্রায় এক মাস কাল থাকিয়া জমাতের আভ্যন্তরীন সংগঠনকার্য্য সম্পাদন করেন। এতদ্ব্যতীত তিন্‌টি পাব্‌লিক লেক্‌চারও প্রদান করেন। প্রথম লেক্‌চার "হজরত ঈসার সমাধি" সম্বন্ধে, দ্বিতীয় লেক্‌চার "হজরত ঈসার ধর্ম্ম" সম্বন্ধে এবং তৃতীয় লেক্‌চার "ইসলাম" সম্বন্ধে প্রদান করেন। লেকচারে বহু লোক সমাগত হয় এবং সকলেই লেকচার শুনিয়া আপ্যায়িত হন।

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় সাইকেলে তবলীগ

বাঁকুড়া হইতে :মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব বিংএ, প্রেসিডেন্ট আঞ্জোমন আহমদীয়া, জানাইয়াছেন যে, কোরেশী মোহাম্মদ হানীফ সাহেব কমর তাঁহার সুরিচিত সাইকেলখানা তবলীগের সরঞ্জামাদিদ্বারা সাজাইয়া এমং আহমদীয়তের পতাকা দ্বারা সুশোভিত করিয়া টাটা নগর হইতে ১৭ই মে তারিখে রওয়ানা হইয়া প্রায় দেড় শত মাইল উক্ত সাইকেল যোগে তবলিগী করতঃ ২৩শে জুলাই মেদিনপুর পৌছেন। তথায় ১৫ দিন থাকিয়া স্থানীয় অফিসার, উকীল মোক্তার, শিক্ষক ও মৌলবীগণকে তবলীগ করে। তৎপর ৭ই আগষ্ট মেদিনীপুর হইতে রওয়ানা হইয়া বিভিন্ন গ্রামের উপর দিয়া ৬৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ১১ই আগষ্ট বাঁকুড়া পৌছেন। বাঁকুড়ায় স্থানীয় আঞ্জোমনে আহমদীয়ার তবলিগী সেক্রেটারী মৌলবী আবুল কাসেম সাহেবও সাইকেল যোগে তাঁহার সহিত তবলীগ টুরে যোগদান করেন এবং ৪০ মাইল টুর করেন। তথায় আরো দুই জন বন্ধু তাঁহার সহিত দশ মাইল তবলীগী টুর করেন। এই টুরে পথে পথে হিন্দু মোসলমান ভ্রাতাগণ মধ্যে দুই শত পুস্তিকা বিতরণ করেন। খোদাতা'লার ফজলে বহু লোক অতি আগ্রহের সহিত আহমদীয়তের বাণী শুনিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে আরো জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই টুরে তাঁহাকে অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু খোদাতা'লার সাহায্য সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে এবং তিনি ঐশী সাহায্যের অনেক জলন্ত নিদর্শন দেখিয়াছেন। স্থানাভাবে ঐ সকল ঘটনা এস্থলে প্রকাশ করা গেল না।

খোদা চাহে তো তিনি বাঁকুড়া হইতে বীরভূম, মুর্শীদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ হইয়া ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া পৌছিবার বাসনা রাখেন। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে সফলতার সহিত এই টুর সম্পন্ন করিবার তৌফিক দেন—আমীন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার সংবাদ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার আমীর আল্‌হজ্ব খানবাহাদুর মৌলবী আবুল হাসেম খান চৌধুরী মহোদয় কোন বিশেষ কাজে নাটোর হইতে কলিকাতা গিয়াছেন। তথা হইতে শীঘ্র নাটোর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা আসিবেন, ইন্‌সা-আল্লাহ্‌। উক্ত আঞ্জোমনের জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী বি-এ সাহেব বর্ত্তমানে ঢাকায় হেড্‌ অফিসে আছেন। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব বর্ত্তমানে প্রেমারচরে তবলীগ কার্য্যে নিয়োজিত। মৌলবী মোহাম্মদ সাইদ সাহেব কৃষ্ণনগরে তবলীগ করিতেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা সকলেরই সহায় হউন—আমীন!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক আয়ের বিবরণ

১৯৩৮—৩৯ ইং

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্বমোট-আয়
(ক) সাধারণ বিভাগ													
১। অসীয়ত	২১৪৷৶০	২৩৯৶০	১৫৩৷৶০	২৩৪৸০	১৭৮৷৵৯	১৮৬৶০	৩৩১৸৵০	২৬১৶০	১৫৯৷৶০	৩০১৶০	২৭১৶০	১২০৷৹	২৬৫২৲৯
২। মাসিক চাঁদা	১৬৮৷৵০	১৩৬৶৩	২৩০৷৹	১৮৮৷৯	২৩৫৵৩	১৪৩৷৶০	২৯৩৷৶৬	১৮৪৷৶৩	১০৮৷৶৩	২১৮৷৶০	৩২২৷৵০	১৫৭৸৵৬	২৩৮৬৶৯
৩। জাকাত	×	২০৲	৫৷৩	৵০	৵০	×	৫৷০	×	×	×	×	×	৩১৲৫৩
৪। ফেত্‌রা, ঈদ ফাণ্ড, কোরবানীর খাল ও অন্যান্য যাবতীয় সদ্‌কা ও খয়রাত	৩৵০	৸৵০	১৫৲	১৷৶০	৪৷৶৬	৸০	৪৫৷০	৩৯৷৶৩	১২৶০	১০৸৶৯	১২৲	৭৶০	১৫৩৵৬
৫। এশায়াতে ইস্‌লাম	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	৶৬	৫৩	৶৯
(খ) বিশেষ বিভাগ													
৬। কাশ্মীর ফাণ্ড	৩৷৶৬	৫৵৬	৩৸৩	৫৷৶৩	৬৷৵৩	৪৷৶৩	৭৷৵০	৫৲	২৷৶৬	৪৸৶৩	৭১৶০	৪৷৶০	৬১৶৯
৭। তাহ্‌রীকে জদীদ	৩২৷৹	৪৫৷৹	৬৩৷৹	৮৯৸৶০	১১০৲	২৯৷৹	৯০৷৹	৮৭৷৹	৩৬৲	৩১৸০	৮০৸০	৩৪৲	৭৩১৷৶০
৮। বাৎসরিক জলসা, কাদিয়ান	৩৲	৩৷৹	৩৷৹	৩৷৹	২৩৸০	১১৷৵৬	৩৭৸৶০	২৬৷০	১২৸৶০	২৪৷৶৯	১১৶০	১১৲	১৭২৷৶৩
৯। মস্‌জিদে মোবারক, ও মসজিদে আক্‌সা	×	×	×	×	×	×	×	×	৷০	৩৸৶৬	৮৷৶৩	১০৸০	২৩৷৯
১০। জুবিলী ফাণ্ড	৩৷৹	১১৷৵০	৩৬৲	২৪৷৶০	৬৯৷৹	১৬৸০	২৮২৵০	১৪০৲	১৯৬৲	৩৪৫৸০	৩৯২৸০	১১৯৸৶০	১৬৩৮৵০
১১। দারুল-আনোয়ার	×	×	×	×	২৫৲	×	৫০৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২৫৲	২০০৲
১২। সাময়িক সঞ্চয় ভাণ্ডার	৫৲	×	২৲	×	×	×	×	×	×	×	×	×	৭৲
১৩। এ, এফ্‌, এম্‌, ফাণ্ড	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৷৵০	৷৶০	।৶০	।৶০	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৷৶০	৬৶০
১৪। মিনারাতুল-মসিহ্‌	×	×	×	×	×	×	×	১০০৲	×	×	×	×	১০০৲
১৫। ১৫,০০০ টাকার ফাণ্ড	৩৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৲	২৫৲
১৬। আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী	×	×	×	×	×	৷০	×	×	×	×	×	×	৷০
মোট	৪৩৫৷৶৬	৪৬৪৶৯	৫১৬৵৬	৫৫০৷৶০	৬৫৫৷৯	৩৯৬৶৯	১১৪৬৷৶৬	৮৭১৷৬	৫৫৫৷৯	৯৬৮৸৶৩	১১৩৩৷৵৯	৪৯৩৷৵৯	৮১৮৮৵৯

(খ)

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্বমোট আয়
ইজা :—	৪৩৫৷৶৬	৪৬৪।/৯	৫১৯৵৬	৫৫০৷৶০	৬৫৫৷৯	৩৯৬/৯	১১৪৬।৶৬	৮৭১৷৬	৫৫৫৷৯	৯৬৮৸৶৩	১১৩৩৷৵৯	৪৯৩।৵৯	৮১৮৮৵৯
১৭। আলফজল পত্রিকা বাবদ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	৩৲	×	×	৩৲
১৮। কাদিয়ানের এতিমখানা	×	×	×	×	×	×	×	৫৲	×	×	×	×	৫৲
(গ) স্থানীয় তবলীগ বিভাগ													
১৯। আহ্‌মদী পত্রিকা	৮৩৷৵০	৬০৸৵০	১১৭।০	৪৭৲	৩২৸৵০	২৬৷০	৩১৲	২৬৵০	৩১৸০	৪২৷০	৫৩৲	৩৮৸৶০	৫৬১।৶০
২০। সান্‌-রাইজ	×	×	১৷০	৪৸৶০	৩৵০	।০	×	×	৩৲	১৷০	১৸০	১৸০	১৭৸/০
২১। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা	×	×	×	×	৪৮৷৯	৫২৸৶০	৩৷০	৷০	১৸০	×	×	×	১০৭৶৯
২২। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স	×	×	×	৵০	৪৸০	×	×	×	×	১৷০	×	×	৬।৵০
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ													
২৩। কিস্তিয়ে-নূহ ও আল্‌-অসীয়ত ফাণ্ড	×	×	×	১০০৲	×	×	৫০৲	×	×	×	×	×	১৫০৲
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ													
২৪। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মস্‌জিদুল-মাহ্‌দী	৫০৲	৵০	৫৲	৩৩৮।/০	৫৬৸০	৯/০	১০৲	২।০	×	×	×	×	৪৭১৷০
২৫। সাধারণ মস্‌জিদ ফাণ্ড	×	×	×	×	×	×	১০৲	×	×	×	×	×	১০৲
২৬। লাইব্রেরী	×	৬।০	৻৩	/০	৫৸৶৯	১৬৷৵০	৬৵৩	১৷/০	৵৯	১।/০	১৪।/০	১১৷৶০	৬৪৵০
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ													
২৭। অজিফা	৩৯৷০	৫৯৸০	×	×	৫৯।০	×	৩৯৷০	×	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	×	২৫৭।০
২৮। দাতব্য চিকিৎসা	×	।৵০	/৬	×	৷/০	×	১/০	×	×	×	।০	/০	২।৵৬
২৯। আদায়কৃত কর্জ্জ হাসানা	১৬৲	৮৲	১৫৲	১৫৲	৪৮৷০	১৫৲	×	×	×	×	×	৫৲	১২২৷০
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ													
৩০। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের বিশেষ চাঁদা	×	×	১/৯	×	২৲	×	৪৷৵৯	×	।৬	৫৲	৫৷৬	×	১৮৷/৯
মোট	৬২৪৸/৬	৫৬৯৷৶৯	৬৫৬৵০	১০৫৬৵০	৯১৭৸৵৩	৫১৬।৶৯	১৩০২।/৬	৯০৬৸৶৬	৬১২।০	১০৪৩৷৩	১২২৮।৩	৫৫০৸/৯	৯৯৮৫।৵৬

সর্ব্বমোট আয় ——— ৯৯৮৫।৵৬ পাই

১৯৩৭—৩৮ ইং সনের বক্রী তহবিল ——— ৪৫১।৯ পাই

মোট——— ১০৪৩৬৷৶৩ পাই

(সমর্থন স্বাক্ষর)—আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী, (খান বাহাদুর)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনে আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ব্যয়ের বিবরণ

১৯৩৮—৩৯ইং

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্বমোট ব্যয়
(ক) ও (খ) **সাধারণ ও বিশেষ বিভাগ**													
১। সদর আঞ্জোমনে প্রেরিত মোট চাঁদা	৩৮০৸/৩	৩০৭॥৬	৩৪২।/৬	×	৭৯০।৯	×	৮০২/৯	১০০৲	৯২১৵৬	৬৫২॥৶৬	৪৬২৶০	১৫৮৮॥৶৬	৬৪৪৭৸৵৩
(গ) **স্থানীয় তবলীগ বিভাগ**													
২। আহ্‌মদী পত্রিকা	২২॥/০	৯৯৸০	৮৯।/০	১২৬।৯	১৮৪॥/০	১৮৲	১৪৮॥/০	৬।৬	১৪৭॥৩	৩৶০	২১১৸৵৬	৬॥৵০	১০৬৪॥/০
৩। সম্পাদকের বেতন	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩০৲	৩৬০৲
৪। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের মোবাল্লেগগণের বেতন	৩২৲	৩২৲	৩২৲	৩২৲	২৪॥৩	২৭৲	২৭৲	১৮৲	৩৮৲	৩৮৲	৩৮৲	৩৮৲	৩৭৬॥৩
৫। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমনের মোবাল্লেগগণের সফর খরচ	২৪৻৬	২৸৵০	২৸৶০	১৭৵৬	১২৸/০	২৲	১৭/৬	×	×	×	২॥০	×	৮১।৵৬
৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসা	×	×	×	৪৲	১৪/০	৮৫।৯	৬৭॥৩	॥০	×	×	৬৲	×	১৭৭।৵০
৭। প্রাদেশিক ও স্থানীয় আঞ্জোমনের বাড়ী ভাড়া	২৮৲	২৮৲	২৮৲	২৮৲	২৮৲	৬৲	৫০৲	২২৲	২২৲	২২৲	২২৲	২২৲	৩০৬৲
৮। সান্‌-রাইজ	×	৮৸০	৫।৬	৮।০	৫।০	×	৮।/৯	×	৭৲	×	৭৸৵০	×	৫০৸৩
৯। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স	১॥০	১॥০	১॥০	×	২৲	×	৫৲	×	১।/৬	১৲	॥৵৬	২৲	১৬॥০
১০। মোসলেম সান্‌ রাইজ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	৪৲	×	৪৲
১১। সাধারণ তবলীগ জলসা	×	×	×	×	×	×	×	২৬৸/০	×	×	৩৫৶০	×	৬২৲
১২। শতকরা ৮৲ টাকা ব্রাঞ্চ আঞ্জোমনের বাবদ খরচ	৭৸/৬	৮।/৬	৯৵৩	৭৸৵৯	৯॥/৬	৫৵০	৫২৸৵০	১২৸৵০	১০।৶৬	১৬॥/৩	২২॥৩	১১।/৩	১৭৪॥/৯
১৩। হেণ্ডবিলস্‌	×	×	×	×	×	॥৵০	২৫৶০	×	×	×	×	×	২৫৸/০
মোট	৫২৬৸৩	৫১৮৸০	৫৪০॥৩	২৫৩॥৵০	১১০১/৬	১৭৪৻৯	১২৩৩॥৶৩	২১৬।৶৬	১১৭৭।৶৯	৭৬৩।৶৯	৮৪২৸/৩	১৭৯৮॥৵৯	৯১৪৭।৶০

বিষয়	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নবেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ	এপ্রিল	সর্ব্বমোট ব্যয়
ইজা :—	৫২৬৸৩	৫১৮৸০	৫৪০॥৩	২৫৩॥৵০	১১০১/৬	১৭৪ ৻৯	১২৩৩॥৶৩	২১৬৷৶৬	১১৭৭৷৶৯	৭৬৩৷৶৯	৮৪২৸/৩	১৭৯৮॥৵৯	৯১৪৭৷৶০
(ঘ) স্থানীয় প্রণয়ন বিভাগ													
১৪। কিস্তিয়ে নূহ্ ও আল-অসীয়ত	×	৫৷/৬	৫৷/০	৫৷০	৭৬৷/০	×	১৪২॥/০	×	×	×	২৲	×	২৩৬৸৬
(ঙ) স্থানীয় শিক্ষা বিভাগ													
১৫। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল-মাহ্‌দী	×	×	×	৩০৪৲	×	১০০৸৯	×	×	×	×	×	×	৪০৪৸৯
১৬। অন্যান্য মসজিদ বাবত	×	×	১৲	×	×	×	১০৲	×	×	×	×	×	১১৲
১৭। লাইব্রেরী	×	২২৸৶৩	৬৸০	×	×	×	×	২॥/০	১২॥০	১৲	×	×	৪৫৸৩
(চ) স্থানীয় সাহায্য বিভাগ													
১৮। অজিফা	৩৯॥০	১৯৸০	৪০৲	×	৫৯৷০	×	৩৯॥০	×	১৯৸০	১৯৸০	১৯৸০	×	২৫৭৷০
১৯। কর্জ্জ হাসানা	×	×	৫৫৲	৩৫৲	×	×	×	×	×	৭০৲	×	×	১৬০৲
২০। দাতব্য চিকিৎসা	৩৷৶০	৪॥/০	৩৵৬	১৷৬	৸/৩	॥/৯	২৸/৩	৩৷/৯	×	৸৴০	॥৩	১৸৶৬	২৩৷৵৯
২১। সাহায্য	৫৲	×	×	৯৲	×	৭৲	×	১২৲	×	৫৲	৫৲	×	৪৩৲
(ছ) স্থানীয় বিভিন্ন বিভাগ													
২২। কবর পাকা খরচ বাবত	×	×	×	×	×	×	×	×	২০৲	×	×	×	২০৲
২৩। ডাক খরচ	১২৷৵৬	৮॥/৬	১০৶৬	১৩॥/৬	১১৸৶৬	৫৷৶৬	১২৶৩	৭৵০	১২৷৶৬	১৪॥৶৬	১৩৷০	১৫॥৵৬	১৩৭॥৵৯
২৪। বিভিন্ন অফিস খরচ	৫৶০	১৩॥৵১০$\frac{১}{২}$	৫॥/০	১৫৲ ৻৭$\frac{১}{২}$	২২৷১০$\frac{১}{২}$	২৪৸৶৯	৯৵১$\frac{১}{২}$	৪॥৵৬	১১৸৭$\frac{১}{২}$	১৩॥৵০	১০৸৵১০$\frac{১}{২}$	৬৲৫৬	১৪২৸৵৯
মোট	৫৯২৷৯	৫৯৩॥৵১$\frac{১}{২}$	৬৬৭॥৩	৬৩৬৸৭$\frac{১}{২}$	১২৭১৸১$\frac{১}{২}$	৩১২৸৵৬	১৪৪৯৸৵১০$\frac{১}{২}$	২৪৬৵৯	১২৫৩৸৶১০$\frac{১}{২}$	৮৮৮৷৶৩	৮৯৩৷৪$\frac{১}{২}$	১৮২২৷/৩	১০৬৩০ ৻৯

সর্ব্ব মোট ব্যয়———১০৬৩০ ৻৯ পাই

১৯৩৮—৩৯ ইং সনের সর্ব্ব মোট আয়———১০৪৩৬॥৶৩ „

মোট ব্যয় বৃদ্ধি———১৯৩৷/৬ পাই

মোট—এক শত, তিরানব্বই টাকা, পাঁচ আনা, ছয় পাই।

(সমর্থন স্বাক্ষর)—**আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী**, (খান বাহাদুর)
আমীর, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

মোজাফফর উদ্দিন চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।